লোক সাধু

Submitted By :- Group - A

1. Pallabjyoti Moran
   Roll No - 10

2. Hemashree Baruah
   Roll No - 02

3. Suvrajit Chakraborty
   Roll No - 17

4. Tanushree Sen
   Roll No - 42

5. Rieky Mazumder
   Roll No - 43

বৃদ্ধার বুদ্ধিমত্তা

এক গ্রামে এক বিধবা বৃদ্ধা বাস করতেন। বৃদ্ধার সাথে থাকত তার ছেলে আর ছেলের বউ। বৃদ্ধার পরিবারটি খুব গরীব ছিল। তার ছেলের পেশা ছিল মাছ ধরা এবং সে ছিল নিঃসন্তান। বৃদ্ধার চোখও একটু একটু করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধার মনে দুঃখের কোনো শেষ ছিল না। তবে বৃদ্ধা ছিল খুব ধার্মিক, সে নিয়মিত দেবতার কাছে প্রার্থনা করত। একদিন দেবতা তার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে বৃদ্ধাকে দেখা দিল এবং বলল "তুমি কি চাও? তুমি আমার কাছে একটি জিনিস চাইতে পারো।" এই কথা শুনে বৃদ্ধা খুব খুশী হলো কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সে কি চাইবে। সে দেবতার কাছে কিছু দিনের সময় চাইল, এবং দেবতাও তাকে সময় দিল।

তারপর বৃদ্ধা অনেক ভাবতে লাগল, কি চাওয়া যায়। তখন বৃদ্ধা তার ছেলের কাছে পরামর্শ করল "জীবনে যদি বাবা না হতে পারি, তাহলে এই জীবনের মূল্য কি?" মা, তুমি দেবতার কাছে আমার সন্তান চাও"।

তারপর বৃদ্ধা এক তার প্রতিবেশীর সাথে কথা বলল। প্রতিবেশী বলল, "তোমার ছেলের সন্তান হয়ে কি হবে, তোমরা নিজেরাই খেতে পারো না, সন্তান হলে তার কি খাওয়াবে? এর থেকে বরং তুমি অনেক টাকা-পয়সা চাও, যেটা দিয়ে ভালভাবে খেতে পারবে।"

বৃদ্ধা এসব কথা শোনার পর খুব চিন্তায় পড়ে গেল, আবার ভাবল সে তো এমনিতেই অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সে যদি তার ছেলের

ইচ্ছা পূরণ করে না অনেক টাকা পয়সা চায়, কোনোটাই সে তো দেখতে পারবে না।

তারপর বৃদ্ধা অনেক ভাবতে লাগলো কি চাওয়া যায়, টাকা পয়সা, ছেলের জন্য সন্তান নাকি তার নিজের দৃষ্টিশক্তি। অবশেষে বৃদ্ধা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল। কিছুদিন পরে যখন দেবতা আবার আসল এবং বৃদ্ধার ইচ্ছার কথা জানাতে বলল, তখন বৃদ্ধা বললো " আমি যেনো দূর থেকে দেখতে পাই, আমার নাতনী একটা রাজ প্রাসাদে বসে সোনার চামচে দুধ খাচ্ছে।

এই কথা শুনে দেবতা হাসলেন এবং বললেন আচ্ছা আমি যেহেতু কথা দিয়েছি তাই তোমার তথাকথিত একটি ইচ্ছাই পূরণ করা হবে।

বামনের খাটো বউ

উদয়পুর গ্রামে কৃষ্ণ নামে এক বামুন ঠাকুর তার মা শান্তি দেবীর সাথে থাকতো। বামুন ঠাকুরের মা শান্তি দেবী ও বামুন ঠাকুর খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তবে বামুন ঠাকুর ছিল অনেক বোকা লোক। একদিন বামুন ঠাকুর সুচিতা নামে এক মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে আনে। বামুন ঠাকুরের বউকে দেখে শান্তি দেবী অনেক অবাক হয়ে যায়। কারন বামুন ঠাকুরের বউ যে ছিল অনেক খাটো আর তাকে দেখতেও বাচ্চা বাচ্চা লাগছিল।

বামুন ঠাকুর: মা, আমি বিয়ে করেছি। এই যে তোমার বউমা।

মা: বাবা, এই তুই কোন বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করে আনলি? তুই বাল্য বিবাহ করে আনলি? এটা যদি সবাই জানে পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে, বাবা।

বামুন ঠাকুর:- আরে মা, এ কোনো বাচ্চা মেয়ে না। একে দেখতেই যা ছোট লাগে, বয়স আছে মা। এ বয়সে তো আমার থেকেও বড় হবে।

শান্তি দেবী: বউমা, তুমি এতো খাটো কীভাবে হলে? তোমার বাবা-মা কী পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ায় নেই? এতো খাটো কি কেউ হয়? বলো? মনে হচ্ছে আমার ছেলের পাশে কোনো বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুচিতা: মা, আমাকে নিয়ে কেন মজা করছেন? সৃষ্টিকর্তা আমাকে এইভাবেই তৈরী করেছেন। তাতে আমি কি করবো বলুন?

শান্তি দেবী: তা ঠিক বলেছো। কিন্তু বউমা তোমায় দেখলে তো সবাই

হাসা হাসি করবে। আমাদের পরিবারের মেসম্মান হবে। বাবা তুই এটা কাকে বিয়ে করে আনলি, এখনতো প্রতিবেশীর কাছে মুখ ও দেখাতে পারব না।

বামুন ঠাকুর : এসব কথা বাদদাও তো। তোমার বউমাকে ঘরে নিয়ে যাও।

(তারপর বামুন ঠাকুরের মা সুচিতাকে ঘরে নিয়ে যায়)

শান্তি দেবী : বউমা একটা কথা বলি, কৃষ্ণ যখন তোমায় বিয়ে করেই এনেছে আর তো কিছু করার নেই, এখন তো তুমি এই বাড়ির বউ, তুমি না বেশি বাইরে যেওনা, তোমায় দেখলে সকলেই মজা করবে, বাজে কথা বলে সকলেই হাসা হাসি করবে। এতেতো আমাদের পরিবারেরেই সম্মান নষ্ট হবে, বলো। তাই তুমি বেশি বাইরে যেও না।

সুচিতা : ঠিক আছে, মা।

(শান্তি দেবী, সুচিতাকে বউ হিসাবে মেনে নিল। সুচিতা ভালোভাবেই তার সংসার ঘুচাচ্ছিল। তার কাজে অনেক সমস্যা হত। তাই মাঝে মাঝে সে টেবিলের উপরে বসেই অনেক কাজ করত। সুচিতার কাজে তার শাশুড়ি অনেক সাহায্য করতেন। ভালোই যেতে তাদের দিন। একদিন বামুন ঠাকুর তার বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন। তখন হঠাতেই তার সাথে পাশের বাড়ির নির্মলার সাথে দেখা হয়।)

নির্মলা : কি গো বামুন ঠাকুর, কেমন আছো ?

বামুন ঠাকুর : এইতো, আছি গো, ভালোই আছি।

নির্মলা : তো বামুন ঠাকুর, এটা বুঝি তোমার মেয়ে ? ও মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো ?

বামুন ঠাকুর : আরে বউদি, তুমি ভুল বুঝছো, এটা আমার....

নির্মলা : আরে, দাড়াও দাড়াও, একটা খটকা লাগছে, তুমি বিয়ে করছো কিছুমাস হল, এরি মধ্যে তোমার দশ বছরের বাচ্চা কিভাবে হল ? বাচ্চা বুঝি দত্তক নিয়েছো ?

પૃ: નં-૦૭

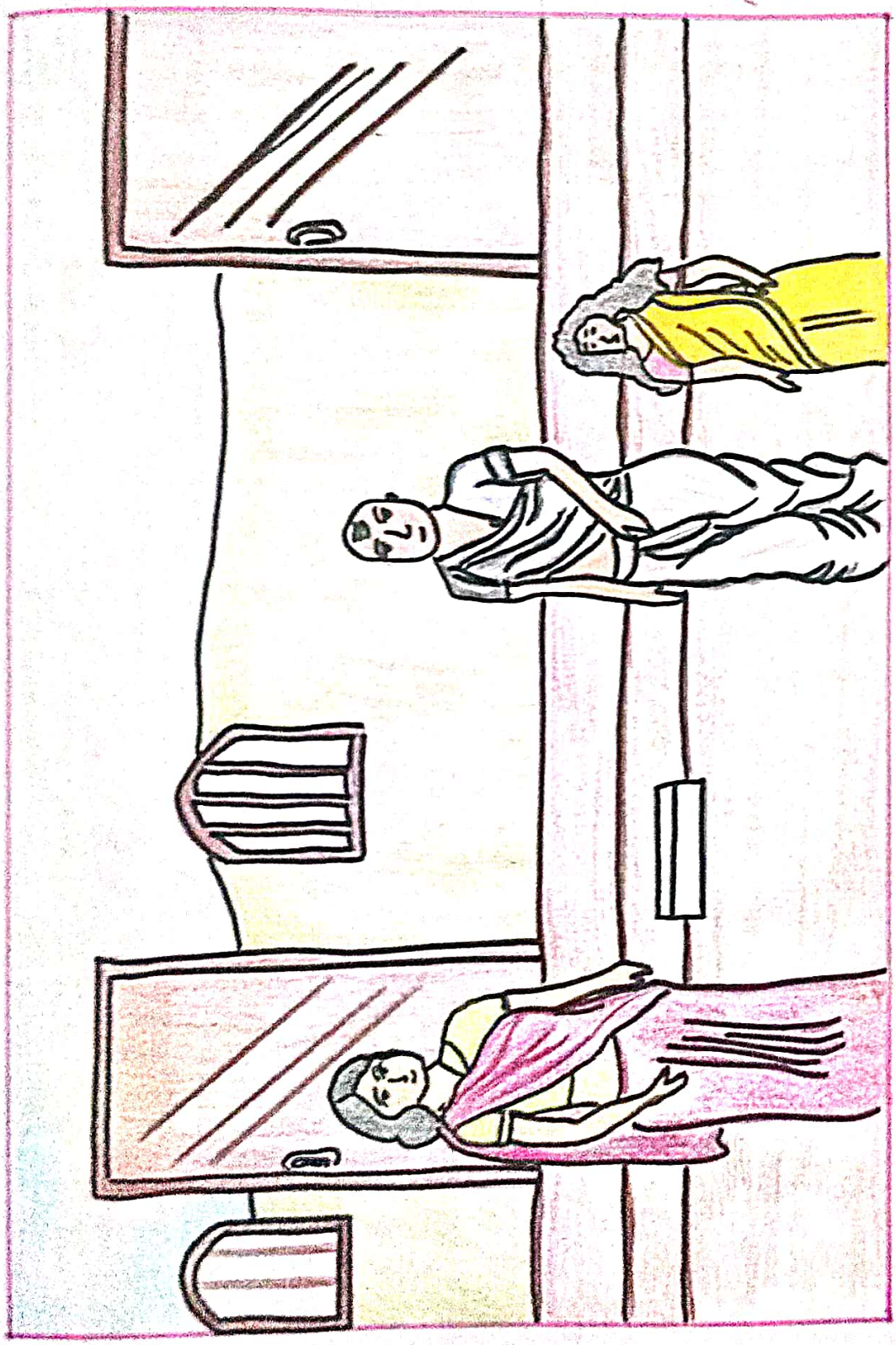

বামুন ঠাকুর : আরে বউদি থামো একটু, এটা আমার বাচ্চা না, এটা সে আমার বউ, সুচিত্রা।

নির্মলা : কি ! আরে বামুন ঠাকুর এই বয়সে কিনা তুমি এই বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করলে ?

বামুন ঠাকুর : আরে বউদি, ও কোনো বাচ্চা মেয়ে নয়, ও তোমারি বয়সের হবে, দেখতেই বাচ্চা লাগে। কিন্তু বয়স আছে।

নির্মলা : তবে যাই বলো, তোমাদের কিন্তু দারুণ মানিয়েছে। মনে হচ্ছে তাল গাছের পাশে লেবু গাছ।

(এসব বলে নির্মলা হাসি ঠাট্টা করতে থাকে। এতে বামুন ঠাকুরের খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার সুচিত্রারও মন খারাপ হয়ে যায়।

সুচিত্রা : বউদি, একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না, মানুষকে নিয়ে এইভাবে হাসি ঠাট্টা করবেন না। যদি আপনাকে নিয়ে কেউ করে, তবে আপনার কেমন লাগবে ? আর তাল গাছের পাশে লেবু গাছকে মানাবে না তাল গাছেই মানাবে তা আমরা বুঝবো। তা আপনাকে বলতে হবে না। আপনি বরং আপনার কাজ করুন। শুনছো, চলো তো এইবার এখান থেকে।

(এই বলে তারা দুজন সেখান থেকে চলে যায়।)

নির্মলা : এ... এইটুকু একটা মেয়ে, তার আবার দেমাগ, যেনো ধানি লংকা।

(এইভাবে গ্রামের প্রত্যেক তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে কিন্তু এতে সুচিত্রার কিছু আসে যায় না। সুচিত্রা কখনো কারোর কথায় তেমন পাত্তা দিতো না। সে তার নিজের মতো করে চলতো। এইভাবে ভালোই যেতো তাদের দিন। কিন্তু আস্তে আস্তে লোকের হাসি ঠাট্টাতে বামুন ঠাকুর কেমন যেনো পাল্টাতে থাকে। বাড়িতে এসে সুচিত্রার সাথেও খারাপ ব্যবহার করে।)

সুচিত্রা : তুমি এসেছো ? এসো তোমায় আমি খেতে দেই।

বামুন ঠাকুর : কি খেতে দেবে, হ্যাঁ ? তুমি তো খাওয়ার টেবিলেই ছুটে পারো না। সে তো সবকিছু আমাকেই করতে হয়। তুমি কেনো এতো খাটো, হ্যাঁ ? তোমার বাবা-মা কে তো লম্বাই দেখলাম। তবে তুমি এতো খাটো কেনো? নাকি তোমাকে তারা ঠিক মতো খাওয়ায় নেই ? তাই এতো বেঁটে হয়েছো।

তোমার সামনে এসো না। এখনেই চলে যাও তো। তোমার মুখটা দেখলে এমন আমার রাগ উঠছে। সবাই তোমাকে নিয়ে এমন আমায় হাসির পাত্র বানায়। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। কি হল এখনো দাঁড়িয়ে আছো, যেতে বললাম তো, কথা কানে যায় না?

(এই শুনে সুচিতা কেঁদে কেঁদে সেখান থেকে চলে যায়। আর এতক্ষন এইগুলো পাশে দাঁড়িয়ে শান্তি দেবী শুনছিল।)

শান্তি দেবী : দেখ বাবা, একটা কথা বলি, বউমা কি তোকে জোর করে বিয়ে করেছিল? তুই নিজে দেখে শুনে তাকে বিয়ে করেছিস। এখন তবে কেনো এমন করছিস? এতে বউমার কি দোষ বল? ও কালো এটা তো ও ইচ্ছা করে হয় নি। তুই এইভাবে বউমার উপর রাগ হয়ে অনেক ভুল করছিস বাবা।

বামুন ঠাকুর : মা, এইবার যাও তো। কিছু ভালো লাগছে না আমার।

(কিছুদিন পর হঠাৎ গ্রামে নির্মলার বাড়িতে আগুন লেগে যায়। ঘরের ভিতর নির্মলার বাচ্চা ছিল। গ্রামের লোক কেউ এতো তার ঘরে ঢুকছিল না। সবাই ভয় পাচ্ছিল। সকলেই সেখানে নিরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল।)

নির্মলা : (কেঁদে কেঁদে বলছিল) আমার বাচ্চা ভিতরে কেউ আমার বাচ্চাকে রক্ষা করো। তোমরা দয়া করে আমার বাচ্চাকে বাইরে আনো।

(ঠিক তখনেই সেখানে সুচিতা আসে। আর নিজের কথা না ভেবেই নির্মলার ঘরে ঢুকে তার বাচ্চাকে বাইরে নিয়ে আসে। এই দেখে গ্রামের লোক থমকে যায়। এর পরে নির্মলা সুচিতার থেকে ক্ষমা চায়।)

নির্মলা : আমায় ক্ষমা করে দিও বউদি। আমি তোমায় নিয়ে অনেক হাসি ঠাট্টা করেছি। আজ বুঝলাম মানুষের চেহারা নিয়ে কখনোই হাসি ঠাট্টা করতে নেই। এইবার গ্রামের লোকের লজ্জা হওয়া উচিত। এইখানে সকলেই এতো বড়, লম্বা চোড়া শক্তিশালী মানুষ হয়েও কেউ আমার বাচ্চাকে আগুন থেকে বাচায় নেই। অথচ তুমি এতো

ছোটো আর খাটো হয়েও আমার বাচ্চাকে বাচালে।

(তখন সমস্ত গ্রামের লোক তাদের ভুল বুঝতে পারে আর সুচিত্রার কাছে ক্ষমা চায়। বামুন ঠাকুরও তার ভুল বুজতে পারে। আর সুচিত্রার জন্য সেও গর্ববোধ করে।)

নৈতিক কথা :- মানুষ যেমনই হোক না কেনো, হোক মোটা খাটো বা লম্বা, বা কালো বা কুৎসিত। কাউকে নিয়ে কখনোই হাসি ঠাট্টা করো না। সকলেই তো সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টি। চেহারা দেখে কাউকে ছোটো করতে নেই। সকলেরই নিজ নিজ গুণ থাকে।

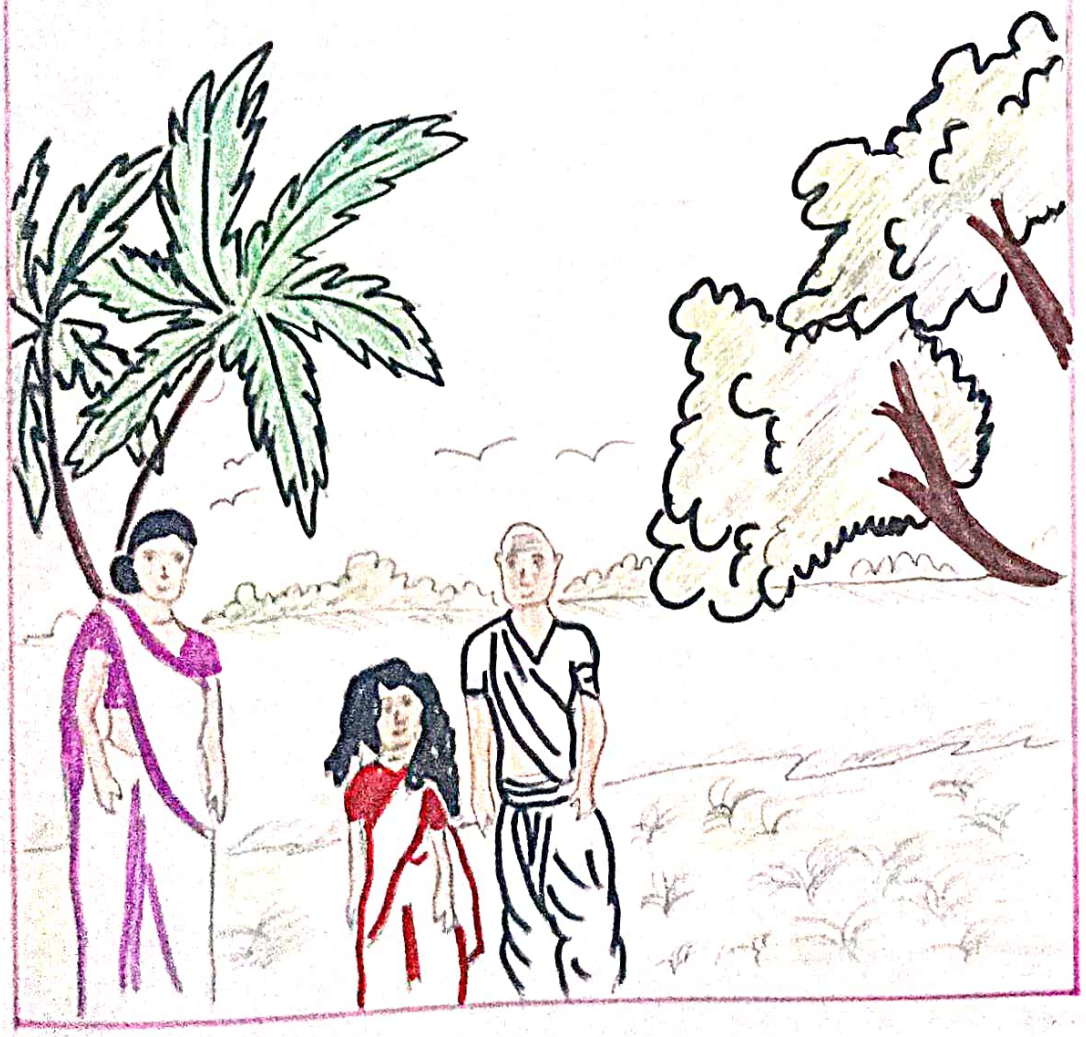

নিমাতী কন্যা

এক ৰজা আছিল । ৰজাৰ ল'ৰা-ছোৱালী একোৱেই নাই । এদিন ৰজা মৃগয়া কৰিবলৈ যাওঁতে এজন সন্যাসীক লগ পালে । ৰজাই সন্যাসীৰ আগত তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱাৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰাত সন্যাসীয়ে ৰজাক এটা গছৰ গুটি দি ক'লে ," এই গুটিটো আপোনাৰ ৰাণীক খোৱাব ; খোৱালে তেওঁৰ দুটি পুত্ৰ হ'ব , কিন্তু প্ৰথমে হোৱা সন্তানটি মোক দিব লাগিব ।" ৰজাই সেই কথাতে মান্তি হৈ ফলটি লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল আৰু ঘৰ পাই সেই ফলটো ৰাণীক খাবলৈ দিলে । কিছু দিনৰ পাছত ৰাণীয়ে ক্ৰমান্বয়ে দুটি পুত্ৰ-সন্তান লাভ কৰিলে । লাহে লাহে ল'ৰা দুটি ডাঙৰ হ'ল , দুয়ো দুয়োকে ভাল পায় আৰু একেলগে খেলাধূলি কৰি ফুৰে । ৰজাই ল'ৰা দুটিৰ ৰেহ ৰূপ চাই আনন্দতে বিভোৰ হৈ সন্যাসীৰ কথা একেবাৰেই পাহৰিলে । ইপিনে সন্যাসীয়ে দিন বাৰ লেখি আছিল । ল'ৰা দুটিৰ প্ৰথমটিৰ ষোল্ল বছৰ আৰু দ্বিতীয়টিৰ পোন্ধৰ বছৰ হ'লত এদিন সন্যাসী আহি ৰজাৰ নগৰত ওলালহি আৰু ৰজাক পূৰ্বৰ কথা সোঁৱৰাই দি ডাঙৰটো কোঁৱৰ খুজিলে । ৰজাইও অন্য উপায় নেদেখি তেওঁৰ প্ৰিয় পুত্ৰ ডাঙৰকোঁৱৰক সন্যাসীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে ।

কোঁৱৰে ঘোঁৰাশাললৈ গৈ এটা সুন্দৰ ঘোঁৰা বাছি ল'লে ; তেওঁৰ অতি উত্তম সাজ পিন্ধি মূৰত পগ এটা পাগুৰি মাৰিলে আৰু পাগুৰিৰ পাছফালে এডোখৰ কাপোৰ ওলোমাই ল'লে । পাছে সকলোকে বিদায় লৈ ঘোঁৰাত উঠি কোঁৱৰ সন্যাসীৰ পাছে পাছে যাবলৈ ধৰিলে । এইদৰে তিনি দিনমান যোৱাৰ পাছত কোঁৱৰে কিছুমান ঘৰ দেখিবলৈ পালে ; সেই ঘৰবিলাকেই সন্যাসীৰ আশ্ৰম । কোঁৱৰে বাটৰ চিন ৰখাৰ মনেৰে ওলোমাই ৰখা পাগুৰিডোখৰ ফালি ফালি ওৰেবাটে পেলাই গৈছিল , এতিয়া আশ্ৰম পালত আৰু ফালিবলৈ এৰিলে । সন্যাসীৰ আদেশমতে ঘোঁৰাৰ পৰা নামি কোঁৱৰ এটা ঘৰত সোমাল । তাত তেওঁ এখন ভয়ংকৰ কালী গোসানীৰ মূৰ্তি আৰু কোষা-অৰ্ঘা , শংখ-ঘণ্টা আদি পূজাৰ অনেক সজুলি দেখিবলৈ পালে । কোঁৱৰক সেই ঘৰত সুমুৱাই থৈয়েই সন্যাসী গা ধুবলৈ গ'ল । ইপিনে কোঁৱৰে অন্যকেইটা ঘৰত কি আছে চাবলৈ জুমি দেখে যে , এটাত কিছুমান মানুহৰ কটা মূৰ শাৰী শাৰীকৈ ওলোমাই থোৱা আছে । সেই কটা মূৰকেইটাই কোঁৱৰক দেখা মাত্ৰেই

চলিবলৈ আহিলে, কিন্তু একোকে নক'লে। আৰু এইটো সেয়াই কোঁৱৰে কিছুমান মানুহৰ তেজ ঠাইৰ ঠাইৰ চটিয়াই থকাৰ দেখা পালে। এইবিলাক দেখি শুনি কোঁৱৰ বিমূৰ্ত হ'ল। ইতিমধ্যে সেই সন্যাসী বেশধাৰী ৰাক্ষস আহি পালেহি আৰু তেওঁৰক সেই গোঁসানী মূৰ্তিৰ আগত অষ্টাংগে প্ৰণাম কৰিবলৈ ক'লে কোঁৱৰেও সেইদৰে কৰিলত হাতত খৰ্গ লৈ সেই ৰাক্ষসে তেওঁক গোঁসানীৰ আগত বলি দিলে।

ইফালে সৰু কোঁৱৰে ককায়েকৰ বহুদিন একো খবৰ নেপাই পিতাকৰ আদেশমতে এটা ঘোঁৰাত উঠি ককায়েকক বিচাৰি গ'ল। এই ককায়েকৰ পাওঁৱৰ চিনে চিনে গৈ সেই ঠাই পালেগৈ। সেই সময়ত সন্যাসীৰ বেশ ধৰা ৰাক্ষস ঘৰত নাছিল। কোঁৱৰ গৈ পোনেই মানুহৰ কটা মূৰবোৰ থকা কোঠালিত সোমালগৈ। সেই কটা মূৰবোৰে কোঁৱৰক দেখি হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু তাতে কোঁৱৰে ককায়েকৰ কটা মূৰটোও দেখিবলৈ পালে। সেই মূৰটোৱে মাত লগালে — "ভাইটি, তুমি ইয়ালৈ কেলৈ আহিলা? এই সন্যাসী আচলতে সন্যাসী নহয় - ৰাক্ষসহে। তোমাক দেখিলে ই কাটিবলৈ মন কৰি গোঁসানীৰ আগত প্ৰণাম কৰিবলৈ ক'ব, তেতিয়া তুমি মই ৰজাৰ ল'ৰা প্ৰণাম কৰিব নেজানো বুলি ক'বা। তেতিয়া সন্যাসীয়ে প্ৰণাম কৰি দেখুৱাই দিব। সেই জেগতে তুমি খৰ্গ তুলি লৈ একেকোবেই ৰাক্ষসক কাটি পেলোৱা। তাৰ পাছত গোঁসানীৰ ওচৰত থকা অমৃতৰ কলহৰ পৰা অমৃত আনি আমাৰ মুখত দিবা, আমি তেতিয়া আমাৰ পূৰ্বৰ দেহ পাম।" ইয়াৰ পাছত সৰু কোঁৱৰ ভিতৰ লহ লহ কৰি থকা কালী মূৰ্তিৰ মন্দিৰত সোমাল। এনেতে সন্যাসী ওলালহি আৰু অকস্মাৎ এটা সুন্দৰ ৰাজকোঁৱৰক তেওঁ তেওঁৰ ঘৰত দেখি মনত বৰ ৰং পালে। তেতিয়া কোঁৱৰে সন্যাসীক সুধিলে যে তেওঁৰ ককায়েক ক'লৈ গ'ল? সন্যাসীয়ে তেওঁক গোঁসানীৰ আগত বলি দিয়াৰ কথা নকৈ "বস্তু দুটি বাটলৈ গৈছে; দুদিনমানৰ পাছত আহি পাবহি" বুলি ক'লে। তাৰ পাছত সন্যাসীয়ে কোঁৱৰক ক'লে, "কোঁৱৰ, তুমি এই ঠাইলৈ আহিলা যেতিয়া গোঁসানীক সেৱা নকৰাকৈ যাব নেপায়। তোমাৰ মঙ্গলৰ অৰ্থে এই কালী গোঁসানীৰ আগত এবাৰ প্ৰণাম কৰা।" তাতে কোঁৱৰে ক'লে, "মই ৰজাৰ ল'ৰা, প্ৰণাম কৰিব নাজানো।" "বাৰু দেখা, এইদৰে কৰিবা" বুলি সন্যাসীয়ে গোঁসানীৰ আগত এবাৰ

প্ৰণাম কৰি দেখুৱাওতেই কোঁৱৰে হাতত খৰ্গ তুলি লৈ গাৰ বলেৰে সন্ন্যাসীৰ ডিঙিত ঘাপ মাৰি দিলে। বিকট চিঞৰ মাৰি ৰাক্ষস সন্ন্যাসী মৰি পৰিল।

ইয়াৰ পিছত কোঁৱৰে কলহৰ অমৃত আনি সকলোটি কটা মূৰৰ মুখত অলপ অলপ দিলত এ' আটাইবিলাক ৰজাৰ ল'ৰাই পুনৰ দেহ পালে।

সেই ৰাক্ষসৰ একনী ভনীয়েক আছিল। ৰাক্ষস মৰাৰ সময়ত তাই অমঙ্গল দেখি লৰি আহিল। কোঁৱৰে শত্ৰু ভাবি তাইকো কাটিবলৈ খুজিছিল, পাছে তাই ক'লে, "কোঁৱৰ, মোক নেকাটিবা, মোৰ ককায়েক মৰাৰ নিমিত্তে মই তোমাৰ একো প্ৰতিশোধ নলওঁ বৰঞ্চ এটা উপকাৰহে কৰিম।" আটাইবিলাক কোঁৱৰে সৰু কোঁৱৰক ধন্যবাদ দি নিজ নিজ ঘৰলৈ গ'ল। সৰু কোঁৱৰ আৰু ৰাক্ষসী দুয়ো এটা পৰ্বতৰ ওচৰলৈ গ'ল। তাতে এটা ডাঙৰ শিলা ৰাক্ষসনীয়ে গুচাই দিয়াত বৰ সুৰঙ্গ এটা ওলাল। সেই সুৰঙ্গইদি দুয়ো নামি গ'ল। তাত এখন সুন্দৰ নগৰ কোঁৱৰে দেখিবলৈ পালে। সেই নগৰৰ ভিতৰলৈ কোঁৱৰ আৰু ৰাক্ষসী দুয়ো সোমাই গৈ মানুহ দুনুহ একোকে দেখা নাপায় এটা ভাল ঘৰৰ ভিতৰলৈ গ'ল। তেওঁলোকে তাত এখন অতি মনোৰম শয্যাত একজনী সুন্দৰী জোৱালী বহি থকা দেখিলে, ওচৰত কোনো নাই। এই কন্যাজনী এক ৰজাৰ জীয়াৰী। জন্মৰে পৰা জোৱালীজনীৰ মাত বোল নাই। এদিন ৰজাই সপোনত দেখিবলৈ পালে যে "যিয়ে এই জোৱালীজনীৰ মাত উলিয়াব পাৰিব সেয়ে এইৰ স্বামী হ'ব আৰু তাইক এই পৰ্বতটোৰ শিলটো দাঙি তাৰ তলৰ নগৰখনত থব লাগে।" ৰজাইও সেইমতে কৰিলে। নিমাতী কন্যাৰ ওচৰত এজোপা সুন্দৰ গছ আছিল; সেই গছজোপা ৰূপৰ, তাৰ পাতবিলাক সোণৰ আৰু তাত মাণিক লাগি থাকে।

নিমাতী কন্যাৰ ওচৰত আৰু পাঁচ ৰকমৰ পাঁচটা বাজনা আছিল আৰু যেতিয়া নিমাতী কন্যাই মাতিব বাদ্য পাঁচটা একেলগে বাজিব।

ৰাক্ষসীয়ে বাটতে যাওঁতে কোঁৱৰক শিকাই থৈছিল যে 'নিমাতী কন্যাৰ ওচৰত তেওঁ সাধু কব, ৰাক্ষসীয়ে মায়া কৰি সেই সাধু শুনি থাকিব, কোঁৱৰেও সেইমতেই ~~ক~~ সাধু জুৰিলে। ৰাক্ষসীয়ে মায়া কৰি প্ৰথমে নিমাতী কন্যাৰ ওচৰত থকা এগছ বন্তিত এটা মাখি হৈ বহি শুনিবলৈ লাগিল।

ভূত আৰু বাঢ়নী

এক বামুন আছিল। সংসাৰত বামুনৰ এজনী ঘৈণীয়েকৰ বাদে আৰু আপোন বুলিবলৈ কোনো নাছিল। বামুনৰ অৱস্থাও ভাল নাছিল; খুজি মাগি কোনোমতে তেওঁ পেট প্ৰৱৰ্তাইছিল আৰু প্ৰায় দুজোন লঘোনে থাকিব লগাত পৰিছিল। তাৰ উপৰিও ঘৈণীজনীও বৰ ডাকু তিৰোতা আছিল। কেতিয়াবা বামুন শুদা হাতে ঘৰলৈ উভতিলে তিতা মাত কথাৰে বামুনীয়ে বামুনৰ তত একৰাই দিছিল।

এদিন গধূলি বামুন শুদাহাতে ঘৰলৈ উভতিব লগাত পৰিল। তাৰ আগদিনাও গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক দুয়ো লঘোনে আছিল। সেইদৰে গিৰিয়েক শুদা হাতে ঘৰলৈ ওভটা দেখি বামুনীয়ে উগ্ৰমূৰ্তি ধৰি বামুনক মাৰিবলৈ বাঢ়নী এটা লৈ খেদি আহিল। বামুনে গতি বেয়া দেখি ৰজাৰ নগৰৰ ফালে লৰ ধৰিলে। বামুনীয়ে খঙত একো নোপাই, ওচৰত থকা আহতগছ এজোপাতে বাঢ়নীৰে কোব ধৰিলেহি। দৈবক্ৰমে সেই গছজোপাত এটা ভূত আছিল। বামুনীয়ে বাঢ়নীৰে গছজোপাত কোবোৱা দেখি ভূতে ভাবিলে বামুনীয়ে মোকহে বাঢ়নীৰে মাৰিবলৈ আহিছে, ইয়াকে ভাবি ভূতে ভয় খাই তাৰ পৰা পলাই ৰজাৰ নগৰ ওলালগৈ।

এদিন বামুন ৰজাৰ নগৰৰ বজাৰত ফুৰোঁতে ভূতে তেওঁক দেখা পাই আতৰলৈ মাতি নি সুধিলে, "তুমি সেই বাঢ়নী দেখি পলোৱা সেই বামুন নোহোৱানে?" বামুনে আচৰিত হৈ ক'লে, "হয়। তুমি নো কোন?" ভূতে ক'লে, "সেইদিনা তোমাৰ ঘৈণীয়েৰাই বাঢ়নী লৈ তোমাক মাৰিবলৈ অহাত তুমিতো পলাই সাৰিলা; তাৰ পিছত তেওঁ খঙত একো নাপায় মই থকা আহত গছজোপাতে বাঢ়নীৰে কোব ধৰিলেহি, মোকেই মাৰে বুলি ভয়ত মই পলাই আহি এইখিনি পাইছোঁহি। এতিয়া তোমাৰে মোৰে একে দশা; সেইদেখি তোমাৰ মই অলপ উপকাৰ কৰিব খোজোঁ। মই এই নগৰৰ মন্ত্ৰীৰ জীয়েকক লৈ ধৰিমগৈ, মন্ত্ৰীয়ে অনেক চিকিৎসা কৰাব, অনেক বেজ-বিয়ানী লগাব, কোনোমতেই মই নেৰোঁ। কিন্তু তুমি কোনোমতে সেই ঠাইত হাজিৰ হ'লেই এৰি গুচি যাম। তেতিয়া মন্ত্ৰীয়ে তোমাক অনেক ধন-সম্পত্তি দিব, তাৰে তুমি সুখেৰে খাই লৈ থাকিব পাৰিবা। তাৰ পিছত মই ৰজাৰ জীয়েকক ধৰিমগৈ; কিন্তু তুমি তাতলৈ কেতিয়াও নাযাবা; গ'লেই তোমাক মাৰিম। কাৰণ মই ৰজাৰ জীয়েকক ভাল পাওঁ।"

বামুনৰ লগত দূতৰ এইদৰে কথা-বতৰা হোৱাৰ পিছদিনা সকলোৱে দেখিলে, মন্ত্ৰীৰ জীয়েৰেক দূতে পাই বলিয়া কৰিছে। মন্ত্ৰীয়ে অনেক চিকিৎসা কৰাইছে, অনেক বেজ-জনা লগাইছে তথাপি কোনোমতে জীয়েক ভাল হোৱা নাই। শেষত মন্ত্ৰীয়ে কৈ দিলে যে, যিয়ে তেওঁৰ জীয়েৰেকক ভাল কৰিব পাৰিব তাকে তেওঁৰ আধা সম্পত্তিৰ সৈতে জীয়েৰেকক বিয়া দিব। তাৰ পিছদিনা ৰাতিপুৱা বামুনে সন্যাসীৰ বেশ ধৰি মন্ত্ৰীৰ পদূলি মুখত টহল দিবলৈ ধৰিলে। এটা লগুৱাই তেওঁক দেখি মন্ত্ৰীৰ আগত কোৱাত, মন্ত্ৰীয়ে বামুনক ভিতৰলৈ লৈ যাবলৈ ক'লে। বামুন মন্ত্ৰীৰ আগত থিয় দিয়া হোৱাত মন্ত্ৰীয়ে বামুনক জীয়েৰেক দূতে পোৱাৰ কথা ক'লে আৰু ভাল কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে বুলি সুধিলে। বামুনে মনে মনে হাঁহি "বাৰু এবাৰ চাওঁচোন" বুলি ক'লে। এই কথাত মন্ত্ৰীয়ে বামুনক জীয়েক থকা কোঠালিলৈ লৈ গ'ল আৰু তেওঁলোক তাত সোমোৱা মাত্ৰকে "ওঁ নাহিবি দূ! মই যাওঁ দূ।" বুলিয়েই মন্ত্ৰীৰ জীয়েক মাটিত পৰি গ'ল। তাৰ পিছত তাই সুস্থ হৈ আগৰ দৰে সকলোৰে লগত কথা বতৰা হ'বলৈ ধৰিলে। মন্ত্ৰীয়ে দেখি বামুনৰ ওপৰত বৰ সন্তুষ্ট হ'ল আৰু পূৰ্বৰ কথা মতে বামুনৰ ল'ৰাৰ লগত জীয়েৰেক বিয়া দিলে।

সিফালে সেই দিনাই দূতে মন্ত্ৰীৰ জীয়েৰেকক এৰি ৰজাৰ জীয়েৰেকক ধৰিলেগৈ। ৰজাৰ ঘৰত হুলস্থুল লাগি পৰিল। ক'ত বেজ লগাইছে, কত দৰব-জাতি খোৱাইছে, তথাপি কোনোমতেই একো হোৱা নাই। শেষত ৰজাই নগৰত ঢোল পিটি শুনাই দিলে যে, যিয়ে তেওঁৰ জীয়েৰেকক ভাল কৰিব পাৰিব তাকে তেওঁ অৰ্দ্ধৰাজ্য দি জীয়েৰেকক বিয়া দিব। এই জাননী পাই আশাত ক'ত মানুহ গ'ল, কত আহিল ৰজাৰ ঘৰলৈ, কিন্তু কোনোৱে ৰজাৰ জীয়েৰেকক ভাল কৰিব নোৱাৰিলে। অন্তঃ মন্ত্ৰীৰ জীয়েৰেকক দূতে পোৱাৰ আৰু তেওঁৰ জোঁৱায়েকে ভাল কৰাৰ কথা শুনি ৰজাই বামুনক মাতি পঠালে। আগৰ কথালৈ মনত পেলাই বামুনে কোনোমতেই নাযায়, ৰজায়ো নেৰে। নোযোৱা দেখি শেষত ৰজাৰ খং উঠি কৈ পঠালে যে সি নাহিলে তাক কাটিম। কি কৰিব বামুন নিৰুপায়, গ'লেও মাৰে দূতে, নগলেও কাটে ৰজাই, দুয়ো পিনে মৰণ। শেষত বামুনে যোৱাকে ঠিক কৰিলে। বামুনে গৈ ৰজাৰ জীয়েকৰ ওচৰত ওলালগৈ; তেতিয়াই দূতে গৰজি উঠিল আৰু ক'লে, "কি মই তোক ঠাই দিয়াতো তই আকৌ আহিছে?" তেতিয়া বামুনে ক'লে, "নহয়, মই সেইকাৰণে অহা

নেই, মোৰ কথা এইয়ে মিমিলেৰে আহিছো ; তোমাৰ কাণে কাণেৰে কব পাৰিম।" তেতিয়া 'আৰু কি কথা ক'" তেতিয়া বামুনে ৰজাৰ জীয়েৰৰ কথাৰ মতে প্ৰথমতেই কৰিলে ধৰিলে :- "সেই অসময়ত তেওঁ দিব্যজ্ঞানীৰ দৰে ইয়াত কথা তাৰ পাই মহাজীৱো হৈ গৈছি আছিল। মই সকলো জানিছো। তোমালোক তাই অমৃত খুলিছে লৈ কৰিলে আহিছিলা"। এই কথাত তেতে মিছুটি আই 'ইয়ালৈকে আহিছোঁ ? কেনেকৈ পাইছোঁ খুলি খুলিলে। বামুনে' মই ঘটত দেখি আছিলো ; এতিয়া পাছিম তোমাৰ লগ।" এই বুলি কোনো আগতে ৰজাৰ জীয়েকক হাতে এটি লব আহিলে, আৰু তাৰ পিছত ৰজাৰ জীয়েৰো ভাল হল। ৰজাই পূৰ্বৰ প্ৰতিজ্ঞামতে বামুনক আধা ৰাজ্য যৌতুক দি তেওঁৰ লগত জীয়েকক বিয়া দিলে। ইয়াৰ পিছত বামুনে সুখেৰে ঘৰটি হৈ দিন কটাবলৈ ধৰিলে।

ৰাক্ষস পণ্ডিত

সত্যকালত এক ৰাক্ষস আছিল। সি মানুহৰ বেশ ধৰি "পণ্ডিত" নাম লৈ এক ৰজাৰ নগৰত পঢ়াশালি পাতিলেহি। ৰাক্ষস পণ্ডিতে তাত সকলোৰে ল'ৰা পঢ়ায়, কেৱল ৰাঁৰী মানুহৰ ল'ৰাহে নপঢ়ায়। সেই নগৰতে আকৌ এজনী ৰাঁৰীৰ এটি ল'ৰা আছিল। পুতেকক পঢ়াবলৈ ৰাঁৰীৰ বৰ মন গৈছিল; কিন্তু পণ্ডিতৰ কথা শুনি মন ভোটা হ'ল। মন্ত্ৰীৰে সৈতে ৰাঁৰী মানুহজনীৰ চিনাকি আছিল। সেই নিমিত্তে ৰাঁৰীয়ে মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ তাইৰ ল'ৰাটো মন্ত্ৰীৰ বুলি পঢ়াশালিত পঢ়ুৱাবলৈ পণ্ডিতক দিবলৈ মন্ত্ৰীক খাটনি ধৰিলে। মন্ত্ৰীয়েও ৰাঁৰীৰ কথাত লাগি সেই ল'ৰাটো পণ্ডিতৰ হাতত তেওঁৰ নিজৰ পুতেক বুলি পঢ়াবলৈ দিলে। ল'ৰাটিয়ে পণ্ডিতৰ লগতে থাকি লেখা-পঢ়া শিকিবলৈ ধৰিলে। পণ্ডিতে অলে-তলে গ'লে তেওঁৰ তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ থকা পেৰাটো, মছা ঘৰ এখোটালিত থৈ ল'ৰাটোক চুবলৈ হাক দি যায়। এদিন ল'ৰাটোৱে পণ্ডিত আঁতৰি গ'লত সেই পেৰাটোতনো কি আছে মনে মনে মেলি চালে। সি পেৰাটো মেলিলত তাত এটা মানুহৰ মূৰ আৰু কিছুমান পুথি-পাঁজি দেখিবলৈ পালে। সেই পুথি বিলাকত ৰাক্ষসৰ বিদ্যা অৰ্থাৎ নানান ৰূপ ধৰিব পৰা, মায়া হ'ব পৰা, সৰ্বজান ইত্যাদি বিদ্যা লিখা আছিল। তেতিয়া ৰাঁৰীৰ ল'ৰাই পণ্ডিতক ৰাক্ষস বুলি চিনিবলৈ আৰু বাকী নাথাকিল। সি দিনৌ পণ্ডিত ঘৰলৈ উভতি অহাৰ আগেয়েই নিবালবিকৈ সেই পুথিবোৰ পঢ়ে আৰু পণ্ডিতে চিন ধৰিব নোৱাৰাকৈ আকৌ আগৰদৰে পেৰাতে থৈ দিয়ে।

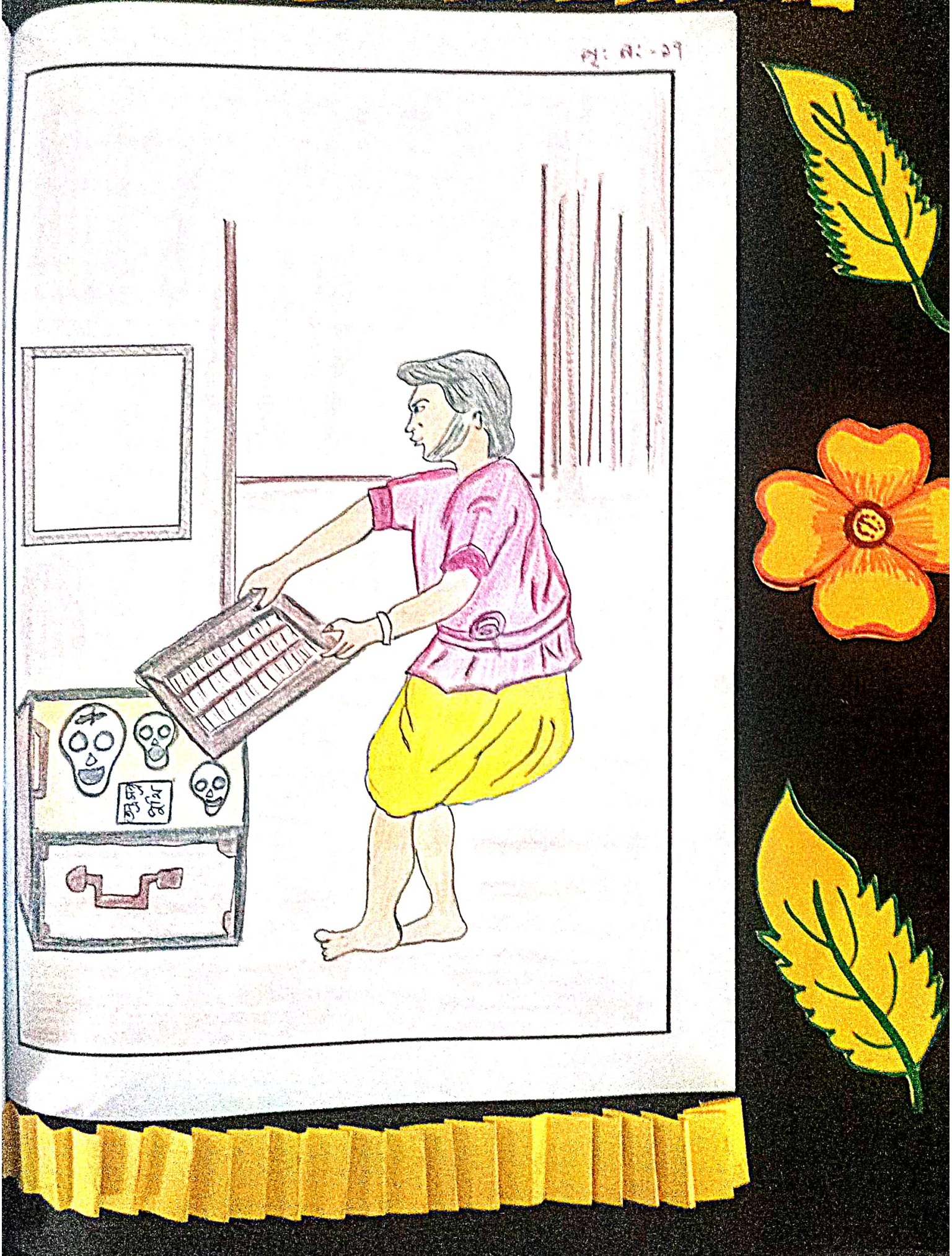

এইদৰে পঢ়ি সি সেই বিদ্যাত খুব কালে হৈ পৰিল। পণ্ডিতে কিন্তু এই কথাৰ গমকে ধৰিব পৰা নাছিল। এদিন পণ্ডিতে ল'ৰাবিলাকক তেওঁৰ ঘৰ দেখুৱাবলৈ নিবলৈ ইচ্ছা কৰি মাতিলত সকলোবোৰ সক-অপেক্ষইতক কৈ যি যি পাৰিলে শক্তি অনুসৰি ভাৰ-ভেটি বান্ধি লৈ পণ্ডিতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাল। সিহঁত ওলোৱা দেখি পণ্ডিতৰ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হ'ল আৰু মনে মনে ভাবিবলৈ ধৰিলে “ইহঁতক নি জ্ঞাতি-কুটুম্বৰে সৈতে ভোজ বান্ধি খামগৈ” ইয়াকে ভাবি পণ্ডিতে ছাত্ৰবোৰৰ সৈতে তেওঁৰ ঘৰলৈ খোজ ল'লে। কিছুমান বেলিৰ বাট যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে গৈ এখন নৈ পালেগৈ। নৈ দেখি ল'ৰাবিলাকে “কেনেকৈ পাৰ হ'ম?” বুলি যেতিয়া পণ্ডিতক সুধিলে, পণ্ডিতে ক'লে, “তাৰ উপায় আছে, কিন্তু তহঁতে চকু মুদহঁক। এটাই মোৰ পাত ধৰ, আন এটাই তাৰ গাত ধৰ, এইদৰে এটাইবিলাকে ইটোৰ গাত সিটোৱে ধৰাধৰিকৈ মোৰ পাছে পাছে আহি থাকহঁক আৰু যেতিয়ালৈকে মই তহঁতক চকু মেল নোকোৱা তেতিয়ালৈকে চকু নেমেলিবিহঁক; যদিহে মেল তেনেহ'লে এই পানীতে বুৰিবহঁক।” পণ্ডিত আগ বাঢ়িল। পণ্ডিতৰ গাত কঁৱৰীৰ ল'ৰাই ধৰিলে, তাৰ গাত আন এটা ল'ৰাই ধৰিলে, সেইটোৰ গাত আন এটা ল'ৰাই ধৰিলে, আৰু বাকীবিলাকেও সেইদৰে এটাৰ গাত আনটোৱে ধৰি লাগি পৰিল। সকলোৱে চকু মুদিলে কিন্তু কঁৱৰীৰ ল'ৰাই চকু নুমুদিলে। সি পণ্ডিতে নো কি কৰে তাকে চাই থাকিল। পণ্ডিতে দুটা চুঙা উলিয়ালে; উলিয়াই এমকটো

…োৰ লোহা-মাৰি নাৱখন ওলাই পেলাই সিপাৰ হ'লগৈ
… দ্বিতীয়টো ডুঙাৰে স্ক্রু-মাৰি আকৌ আ। নৈখন
…ৰি গোলালে। তাৰ পিছত সিহঁতক চকু মেলিবলৈ কৈ
আকৌ অপৰাধবোৰে পণ্ডিত যাবলৈ ধৰিলে। কিছুদূৰ বাট
…ৰ পিছত সিহঁতে আকৌ এখন নৈ পালেগৈ।
এইখনো অপৰাধবোৰে পণ্ডিতে সিহঁতক পাৰ কৰিলে। কিন্তু
এইবাৰ পণ্ডিতে ডুঙা দুটা বালিত পুতি থৈ তাৰ
পিছতহে সিহঁতক চকু মেলিবলৈ কৈছিল। এইবাৰো কবীৰ
লগৰ অপৰাধবোৰে চাই আছিল। ঘৰ পাবলৈ অলপমান
বাট থকোঁতেই পণ্ডিতে সিহঁতক ক'লে, "বোপাহঁত,
তহঁত ইয়াতে অলপ ৰ, মই ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, তেহে
তহঁতক নিব পাৰিম। মোৰ বৰ দৰকাৰ এটাত বেগাই
আগবাঢ়ি যাওঁ, উভতি আহি তহঁতক লৈ যামহি।"
সিহঁতে সিহঁতৰ গুৰুৰ কথা খুব শুনিছিল; সেইদেখি সিহঁত
পণ্ডিতৰ আজ্ঞামতে তাতে ৰ'ল। পণ্ডিত আহি ভূপতিক
ভোজ দিবৰ নিমিত্তে চিক-চাক কৰিবলৈ ধৰিলে।
…ৰবিলাকে পণ্ডিত আহিব বুলি বাট চাই থাকিল,
কিন্তু হালৈখিনি বেলি হ'ল, পণ্ডিত নাই। কবীৰ
লগৰ "ভাইহঁত, মই পণ্ডিতৰ ঘৰৰ পৰা লৰি আহোঁগৈ,
তহঁতে ইয়াতে থাক, তেওঁনো কি কৰিছে মই বেগেতে
গৈ চাই আহোঁগৈ" বুলি কৈ একে লৰেই পণ্ডিতৰ
ঘৰ ওলালগৈ। সেই সময়ত পণ্ডিত ঘৰত নাছিল, ডিহিঙে-
দিপাঙে মকা ব্ৰাহ্মণবোৰ মাতিবলৈ আৰু পাত-পচলা
যোগাবলৈ গৈছিল। ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰৰ বেৰত আঁৰি থোৱা

মানুহৰ মূৰ দুটাই খাঁৰীৰ পুতেকক দেখি ক'লে, "হেৰেও
তই ক'লৈ আহিছ? তোক ৰাক্ষসে খাব, এতিয়াই এই
ঠাইৰ পৰা পলা, বেগেতে পলা।" তিনি মূৰ দুটাৰ এই
কথা শুনি তাৰপৰা তুৰন্তে পলাই একে কোবেই
লগৰীয়াহঁতৰ লগ পালেহি, পাই সিহঁতক সকলো কথা
ডাঙি ক'লে। সিহঁতে শুনি ভয়ত থৰ্ থৰ্ কৰি কঁপিবলৈ
ধৰিলে। খাঁৰীৰ ল'ৰাই "কোনো ভয় নাই, মই আছোঁ,
বলহঁক আমি আমাৰ ঘৰলৈ উভতি যাওঁগৈ।" এইবুলি
কি ঘৰফালে খোজ ল'লে। এনেতে সিফালৰ পৰা
ৰাক্ষসটো লৰি আহি ল'ৰাবোৰক খেদি ধৰিতে নাপাই,
মহা কাটোদি লৰিবলৈ ধৰিলে। খাঁৰীৰ ল'ৰাই, ৰাক্ষস,
যেনেকৈ সিহঁতক চকু মুদাই লৈছিল সেইদৰে লৈ, কালিত
ৰাক্ষস যে পুতি থোৱা চুঙা দুটা উলিয়াই লৈ, এটাত
ফু মাৰি নৈৰ পানী শুহি আৰু আনটোত ফু মাৰি পানী
উলিয়াই সি দুয়োখন নৈ পাৰ হৈ গ'ল। ৰাক্ষস যে
খেদি আহি খাঁৰীৰ ল'ৰাক দূৰৰ পৰা দেখি চিঞৰি
চিঞৰি ক'লে, "বাৰু ভাল বুকু চাই কামোৰ মাৰিলি
তই। যা যা, মইও নিচেই পাছতে।" এই কথা কৈ
ৰাক্ষস উভতি গ'ল। ইহঁত আহি গাওঁ পাই খবাখাবি শুটি
গ'ল। খাঁৰীৰ ল'ৰাই মাকৰ ওচৰত গৈ সকলো কথা
ভাঙি ক'লেহি আৰু সি দিন আজিৰৰ মনেৰে মাকক
ক'লে, "আই, মই এটা ছাগলী হৈ থাকিম, তই মোক
বজাৰত বেচিবলৈ নিবি আৰু কোনোবাই কিনিবলৈ
আহিলে তাক মোৰ পঘাডাল নিদি মোক বেচি দিবি।

হৈ তোৰ পাছতে ওলামহি।" মাকে তাৰ এই কথা শুনি "অহঁ" বুলি শলাগি থাকিল। পুতেক ছাগলী এটা হ'ল। পাছদিনা মাকে তাক হাটলৈ বেচিবলৈ লৈ গ'ল। পাছে পাছে সেই ৰাক্ষসবোৰে ছদ্মবেশ ধৰি আহি ছাগলীটোক ব্ৰাহ্মণীয়ে যিমান বেচ বুলিলে সিমান দি ছাগলীটো লৈ গুচি গ'ল। ব্ৰাহ্মণীয়ে ঘৰ পালত ব্ৰাহ্মণীৰ পিছতে পুতেক আহি ওলালহি। সি পাছদিনা আকৌ এটা ৰাজহাঁহ হৈ থাকিল। মাকে তাক বেচিবলৈ টোপ এটাত ভৰাই লৈ গ'ল। সেই ৰাক্ষস সেই ব্ৰাহ্মণীৰ ল'ৰাক খাবলৈ বুলি আন এটা মানুহ হৈ আহি ৰাজহাঁহটো কিনিলে। এইবাৰে মাকে টোপটো নিদি ৰাখিলে। হাঁহ বেচি মাক ঘৰ পালেহি, সিও পিছে পিছে ঘৰ ওলালহি। ৰাক্ষসৰ মনত মহা খং উঠিল আৰু "এইবাৰ কিনিব পাৰিলে তাক যিহতে আনে আ' যিহৰে ধৰি বেচিবলৈ আনে সেই বস্তুটো নিদিওঁ" বুলি সি ঠিক কৰিলে। এইবাৰ ব্ৰাহ্মণীৰ পুতেক ঘোঁৰা এটা হৈ থাকিল। মাকে তাক ধৰি লৈ সেই নগৰৰ বজাৰত বেচিবলৈ লৈ গ'ল। ৰাক্ষস সেও সিফালৰ পৰা আহি ঘোঁৰাৰ গৰাকিনীয়ে যিমান দাম ক'লে সিমান দামকে দি ঘোঁৰাই-লেকামে লৈ গুচি গ'ল। ব্ৰাহ্মণীয়ে ক'লে লেকামডাল তাইক সি ওভতাই দিবলৈ, কিন্তু সি নিদি লৈ গুচি গ'ল। ৰাক্ষসে সেই নগৰৰ নদী এখনৰ কাষতে কোনো এটা ঘাটত ঘোঁৰাটো খাবলৈ মনতে ঠিক কৰিলে। তেতিয়া ভৰ দুপৰীয়া। ঘোঁৰাটোৱে এবাৰ চল পাই ৰাক্ষসৰ হাতৰ পৰা এবাৰে পানীত পৰি মাছ এটা হ'ল। ৰাক্ষসে তাক শিহু এটা হৈ খেদি নিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত ৰজাৰ জীয়েকে গা ধুবলৈ সেই নৈলৈকে আহিছিল।

ৰজাৰ জীয়েকে পা ধোওঁতে অলংকাৰ-পাতিবোৰ সোলোকাই এটা মাটিত থৈছিল। কঁৰীৰ ল'ৰাই পটকৰে মণি এটা হৈ সেই ৰজাৰ জীয়েকৰ অলংকাৰৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল। ৰজাৰ জীয়েকে পা ধুই উঠি সেই মণিটো দেখি সেইটো ক'ৰ পৰা ওলাই আহিল, কি কথা, কি ৰহস্য ইত্যাদি ভাবি-চিন্তি ঠিক কৰিব নোৱাৰি, মণিটো ঘৰলৈ লৈ আহিল। ৰাক্ষসে এটা মানুহ হৈ ৰজাৰ আগত গোচৰ দিলেহি যে ৰজাৰ জীয়েকে তাৰ মণিটো বাটত পাই আনিছে আৰু প্ৰতিজ্ঞা তাক নিদিব কি বুলি? ৰজাই ৰাক্ষসক "মই তোমাৰ মণিটো যদি জোৱালী য়ে আনিছে, মই ক'লেই দিব; তাই মোৰ জোৱালী, সেইবাবে ভুল মাপ কৰা, অলপ পৰ ৰ'বা।" এই বুলি কৈ জীয়েকক মতাই আনি মণিটো মানুহজনৰ আগলৈ পেলাই দিলে। মণিটো মাটিত পৰিয়েই এটা সাৰিয়হ হ'ল। সাৰিয়হ খাবৰ নিমিত্তে মানুহ হৈ থকা ৰাক্ষসটো এটা কপৌ হ'ল। কঁৰীৰ ল'ৰাই তৎক্ষণাৎ সাৰিয়হ গুটি শেন এটা হৈ কপৌটোৰ বুকুখন ফালি পেলালে।

তেতিয়া ৰাক্ষসে নিজ মূৰ্তি ধৰি এটা ভয়ানক চিঞৰ মাৰি মৰি থাকিল। ৰজাই এইবোৰ চকুৰ আগতে সপোন যেন দেখি থৰ লাগি ৰ'ল। আন আন মানুহেও তবধ লাগিল। তেতিয়া কঁৰীৰ ল'ৰাই মানুহ হৈ সকলো কথা ৰজাক ভাঙি কলত, ৰজাই সন্তোষ পাই জীয়েকক তালৈ বিয়া দি তাক ঘৰ-ৰজা পাতিলে। কঁৰীৰ ল'ৰাই মাককো তাৰ লগতে তুলি নি খাই-বৈ সুখেৰে থাকিল।